বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা
(নিয়োগ শাখা)।
www.supremecourt.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি নং- ০৬ এ, তারিখ ঃ ২৪/১০/২০১৬ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ অধস্তন আদালতের বিচারকগণের নৈমিত্তিক ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগ সংক্রান্তে **"e-application software"** চালুকরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, অধস্তন আদালতসমূহে বিচারাধীন মামলার আধিক্য হ্রাস, মামলা নিস্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার তথা দ্রুত বিচার নিস্পত্তির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন আদালতে কর্মরত সকল পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও কর্মস্থলে অবস্থান করা বাঞ্চনীয় হওয়ায় সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রারকে অবহিতকরণ ব্যতিরেকে বিচারকগণকে কর্মস্থল ত্যাগ না করার জন্য অত্রকোর্ট হতে ইতোমধ্যে ০২/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সার্কুলার নং-০৭/২০১৫ জারী করা হয়েছে।

০২। তৎপ্রেক্ষিতে অধস্তন আদালতের বিচারকগণ কর্মস্থল ত্যাগসহ নৈমিত্তিক ছুটি গ্রহণের বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রারকে অবহিত করলেও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট বিচারকগণের ছুটি বা কর্মস্থল ত্যাগের বিষয়ে রেজিস্ট্রি অফিস থেকে দ্রুত তথ্য সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। সে কারণে অধস্তন আদালতের বিচারকগণের নৈমিত্তিক ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের বিষয়টি দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিস্পত্তি করার লক্ষ্যে অত্র কোর্ট কর্তৃক **"e-application software"** চালু করা হয়েছে। **"e-application software"**চালু করার ফলে কর্মকর্তাগণের নৈমিত্তিক ছুটির বিষয়টি নিস্পত্তি করা সহজ হবে; ফলশ্রুতিতে বিচারকগণের কাজে গতিশীলতা আসবে।

০৩। ইতোমধ্যে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের নৈমিত্তিক ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগ সংক্রান্তে **"e-application software manual"** প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত ম্যানুয়ালে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগ সংক্রান্তে যাবতীয় তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

০৪। প্রাথমিকভাবে সফটওয়্যারটি বাংলাদেশের সকল জজশীপে প্রয়োগ না করে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগের জন্যে আপনার জজশীপসহ দেশের ২১টি জেলাকে বাছাই করা হয়েছে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সকল জজশীপে **"e-application software"** চালু করা হবে। উক্ত **"e-application software"** কার্যক্রম আগামী ০১ নভেম্বর ২০১৬খ্রিঃ তারিখ হতে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হবে।

০৫। এমতাবস্থায়, আগামী ০১ নভেম্বর ২০১৬খ্রিঃ তারিখ হতে আপনার নৈমিত্তিক ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের আবেদন দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিস্পত্তির লক্ষ্যে প্রচলিত নিয়মে প্রেরণ না করে **"e-application software"** প্রয়োগ করে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বা/-
(মোহাম্মদ কামাল হোসেন শিকদার)
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)(ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৫৭০৯৯১।

স্মারক নং ৭৪৮৬(২৩) এ, তারিখ ঃ ২৪/১০/২০১৬খ্রিঃ।

সদয় জ্ঞাতার্থে বিতরণ ঃ

০১। জেলা জজ, কক্সবাজার/ নোয়াখালী /দিনাজপুর /কুড়িগ্রাম /গাইবান্ধা / ফেনী/ মৌলভীবাজার / সিলেট / বরগুনা/পটুয়াখালী/ ভোলা/সাতক্ষীরা / খুলনা/যশোর /গাজীপুর/ ঢাকা/ পাবনা /নারায়ণগঞ্জ/ নাটোর/ চাপাইনবাবগঞ্জ/ হবিগঞ্জ।

অনুলিপি ঃ

০১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।

৩। সিস্টেম এনালিস্ট

Akhtaruzzaman 24.10.16
(মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান ভূঁইয়া)
সহকারী রেজিস্ট্রার (বিচার)
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৫৬১৯৩২।

e-application software ম্যানুয়াল

(বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাগণের ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগ সংক্রান্ত)

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

ভূমিকা ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী দেশের অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে। বাংলাদেশের অধস্তন আদালতে বর্তমানে ১৫০০ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছে। সারাদেশের অধস্তন আদালতসমূহে বিচারাধীন মামলার আধিক্য হ্রাস, মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার, সর্বোপরি দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন আদালতে কর্মরত সকল পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও কর্মস্থলে অবস্থান করা বাঞ্চনীয় হওয়ায় সঙ্গত কারণে অধস্তন আদালতে কর্মরত সকল পর্যায়ের বিচারকগণকে সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রারকে অবহিতকরণ ব্যতিরেকে কর্মস্থল ত্যাগ না করার জন্য অত্র কোর্ট হতে বিগত ০২/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সার্কুলার নং ০৭/২০১৫ জারী করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে অধস্তন আদালতের বিচারকগণ কর্মস্থল ত্যাগসহ নৈমিত্তিক ছুটি গ্রহণের বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার মহোদয়কে অবহিত করছেন বটে কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট বিচারকদের ছুটি বা কর্মস্থল ত্যাগের বিষয়ে রেজিস্ট্রি অফিস থেকে দ্রুত তথ্য সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। সে কারণে অধস্তন আদালতে বিচারকদের ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের বিষয়টি দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক ছুটি ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্প নেই। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিচারকদের ছুটি কর্মস্থল ও ত্যাগের বিষয়টি অনলাইনের মাধ্যমে নিস্পত্তির লক্ষ্যে আগামী ০১ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে e-application software চালু করা হচ্ছে।

উদ্দেশ্য ঃ এই সফটওয়্যারের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. নৈমিত্তিক ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের বিষয়টি সহজীকরণ করা।

২. নৈমিত্তিক ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের বিষয়টি দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করা।

৩. নৈমিত্তিক ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগ সংক্রান্ত তথ্য ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা।

পরিধি ও সীমাবদ্ধতা ঃ e-application software তৈরী করা হয়েছে দেশের সকল পর্যায়ের বিচারকদের ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের তথ্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য। কিন্তু শুরুতে এই সফটওয়্যারের কার্যক্রম শুধুমাত্র জেলা জজ পর্যায়ের বিচারকদের ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। e-application software কে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার জন্য সারাদেশের ০৭টি বিভাগ হতে ২১টি জেলা (কক্সবাজার, নোয়াখালী, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, ফেনী, মৌলভীবাজার, সিলেট, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, গাজীপুর, ঢাকা, পাবনা, নারায়ণগঞ্জ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও হবিগঞ্জ) নির্বাচন করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধানে মাধ্যমে (যদি

থাকে) আগামী ০১ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে পর্যায়ক্রমে সারাদেশের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নৈমিত্তিক ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের বিষয়টি e-application software এর মাধ্যমে চালু করা হবে।

e-application software এর মাধ্যমে নৈমিত্তিক ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের আবেদন প্রক্রিয়া ঃ অনলাইনে e-application software ব্যবহারের মাধ্যমে নৈমিত্তিক ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের আবেদন প্রক্রিয়াকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করে নিম্নে ওয়েব পেজসহ দেখানো হলো ঃ

- **ধাপ-১ঃ** মজিলা ফায়ারফক্স, গুগল ক্রম, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার-৯ ইত্যাদি যেকোনো ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব সাইটের (http://www.supremecourt.gov.bd/nweb/) হোম পেজে **e-application** বাটনটি ক্লিক করলে নিম্নলিখিত e-application software পোর্টাল হোম পেজটি দেখা যাবে ঃ

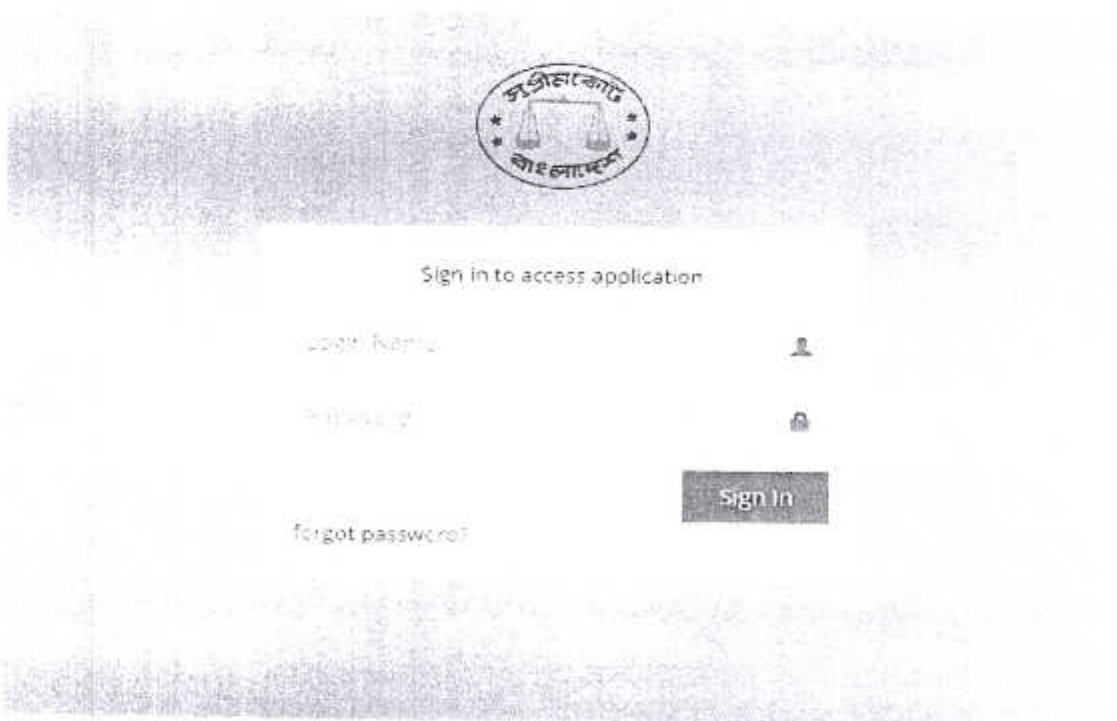

➢ ধাপ-২ ঃ e-application পোর্টালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার Login Name এবং Password লিখে (রেজিস্ট্রার জেনারেল কার্যালয় থেকে রেজিস্ট্রার জেনারেলের একান্ত সচিব জনাব মোঃ আতিকুস সামাদ এর মোবাইলঃ ০১৭১৬-১৮৫৫৮৩ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মোবাইল/ই-মেইলে Login Name এবং Password সরবরাহ করা হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত Password পরিবর্তন করতে পারবেন, কিন্তু Login Name পরিবর্তন করতে পারবেন না) Sign In বাটনে ক্লিক করলে নিম্নের পোর্টালটি প্রদর্শিত হবে ঃ

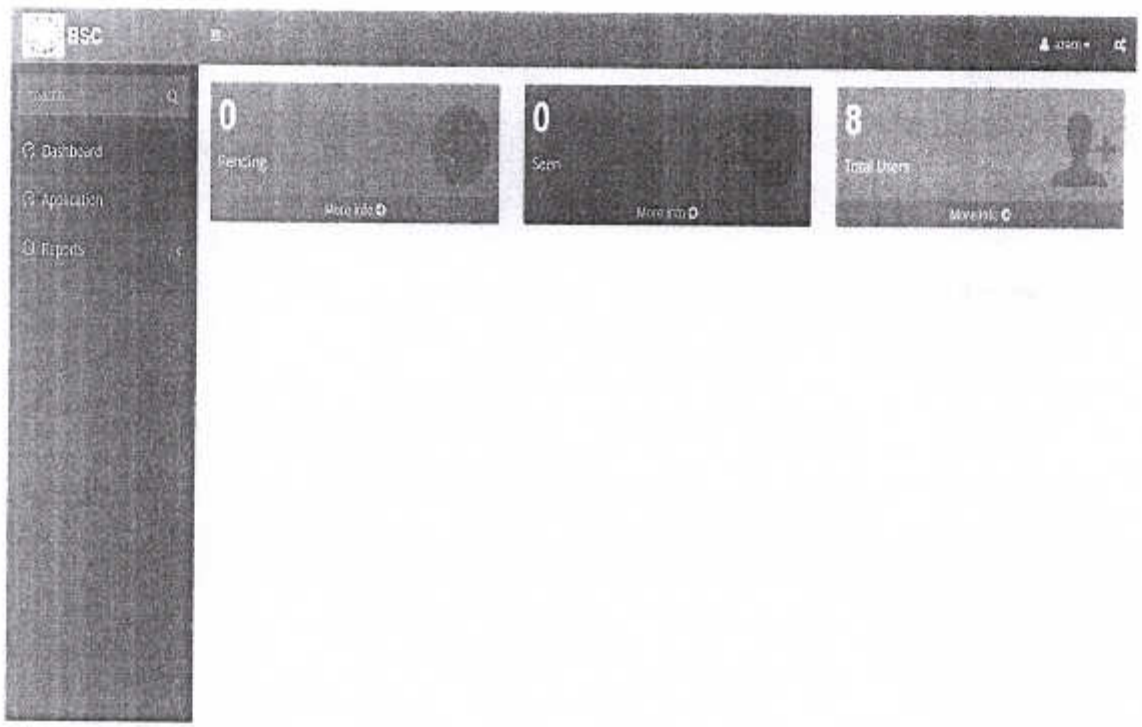

➢ ধাপ-৩ ঃ এই পোর্টালের বাম দিকের Application বাটনটি ক্লিক করলে নিম্নের পোর্টালটি প্রদর্শিত হবে ঃ

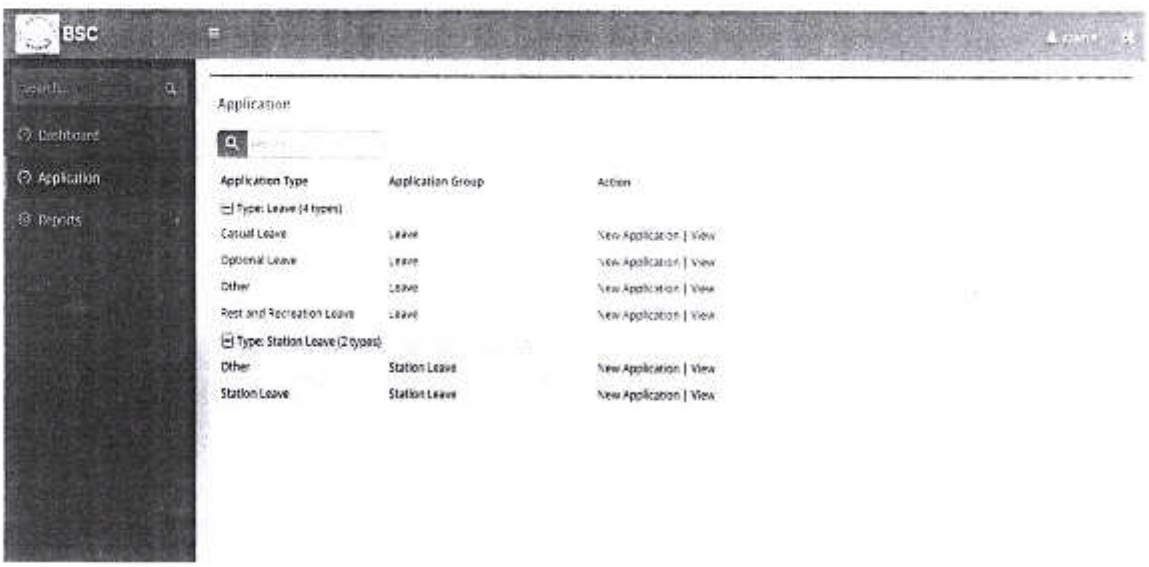

➢ ধাপ-৪ঃ এই পোর্টালটির মধ্য থেকে Casual Leave অথবা Station Leave (ক্ষেত্র বিশেষে যেটি প্রযোজ্য) অপশন থেকে New Application বাটনটি ক্লিক করলে নিম্নের পোর্টালটি প্রদর্শিত হবে ঃ

এই পোর্টালের মধ্যে উল্লেখিত তথ্যসমূহ যথাযথ ও নির্ভুলভাবে পূরণ করে Submit বাটনে ক্লিক করলেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। উল্লেখ্য যে, Submit বাটনে ক্লিক করার পূর্বে এ্যাপ্লিকেশন ফরমটি পুনরায় দেখার জন্য Preview বাটনে ক্লিক করতে হবে। কোনো সংশোধন থাকলে তা সম্পন্ন করা যাবে। কিন্তু একবার Submit হয়ে গেলে সেটি সংশোধন করা যাবে না।

- ধাপ-৫ ঃ আবেদনপত্র Submit হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা Dashboard এ আবেদনপত্রের Status দেখতে পারবেন। এমনকি ইতোপূর্বে তিনি কবে কতদিন নৈমিত্তিক ছুটি নিয়েছেন বা কর্মস্থল ত্যাগ করেছেন সেটির ডাটাবেজও সেখানে সংরক্ষিত থাকবে।
- ধাপ-৬ ঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আবেদনপত্রটি রেজিস্ট্রার জেনারেল কর্তৃক Seen/Allowed/Rejected (ক্ষেত্রবিশেষে প্রযোজ্য) হলে উক্ত কর্মকর্তার Dashboard এ সেটির তথ্য প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আবেদনপত্রের Status তিনি Dashboard থেকে সহজে দেখে নিতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাঁর Dashboard থেকে Allowed/Rejected Letter টি প্রিন্ট দিয়ে সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন।

পরীক্ষামূলকভাবে চালুকৃত এই e-application software ব্যবহারে কোনো সমস্যা হলে অথবা এই সফটওয়্যারের কোনো অপশন ঠিকভাবে কাজ না করলে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে। এছাড়া সফটওয়্যারটি আরো যুগোপযোগী ও কার্যকর করার জন্য যে কোন মতামত বা পরামর্শ প্রদান করা যেতে পারে। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ মোঃ আতিকুস সামাদ, রেজিস্ট্রার জেনারেলের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী জজ), বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, মোবাইল- ০১৭১৬১৮৫৫৮৩, টেলিফোন- ০২-৯৫৮৮৪৯৬, ই-মেইল- pstorg@supremecourt.gov.bd । নতুন এই সফটওয়্যারটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং এর উদ্দেশ্য সফলকল্পে সকলের সহযোগিতা একান্ত ভাবে কাম্য।